দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 AUG 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

43

শিক্ষাঙ্গন

ভূয়া শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ভূয়া শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কি পরিমাণে বেড়েছে তার সঠিক বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। দেশের সর্ব ক্ষেত্রেই যেখানে "ভূয়াদের" অস্তিত্ব রয়েছে সেখানে শিক্ষাঙ্গনে তারা থাকবেনা এমনটি হয়তো আশা করা যায় না।

আজ-কাল পরীক্ষা দেয় বেশ কিছু "ভূয়া ছাত্র" ভূয়া মার্কশীট নিয়ে মেডিক্যাল কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার পর অনেকে ধরাও পড়েছে। কিন্তু সকল কিছুকে বোধ হয় ছাড়িয়ে গেছে, ভূয়া শিক্ষক ও ভূয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ভূয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেহেতু আছে, কাজেই ভূয়া শিক্ষক ও ছাত্র সেখানে নিশ্চয়ই দেখানো হয়ে থাকে।

ভূয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের কাগুজে অস্তিত্ব বেশির ভাগই মফস্বলে। এমনিতে মফস্বলে বিশেষ করে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মান আশানুরূপ নয়। অনেক শিক্ষক শিক্ষাদানের ব্যাপারে ততোটা মনোযোগী নন। তার উপর অস্তিত্বহীন শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মফস্বলে বেশী থাকায় শিক্ষা ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামাঞ্চলে পার্থক্য আরো বাড়ছে। এখানে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, ভূয়া শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো কি করে?

নিয়মানুযায়ী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহায্য ও স্বীকৃতি পাওয়ার আগে সবকিছু বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করে দেখার কথা। এমন তো নয় যে, একজন একটা দরখাস্ত দিয়ে একটি নতুন শিক্ষা প্রতষ্ঠান চালু করার কথা বললো, আর তেমনি সরকার তাতে স্বীকৃতি দিয়ে দিলেন, কিংবা দরখাস্তে বর্ণিত শিক্ষকদের বেতন ভাতা প্রদান শুরু করলেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও উর্ধ্বতন শিক্ষা কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হবার পরই স্বীকৃতির প্রশ্ন আসে। এসব নিয়ম যথাযথভাবে পালন করা হলে ভূয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষকের ভূতুড়ে অস্তিত্ব থাকতে পারে না। গণ্ডগোলটা বাধতে পারে সর্ষের ভূত থাকলেই। জনপ্রতিনিধি, শিক্ষা পরিদর্শক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা যদি তাদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন না করেন, কিংবা নিজেরাই দুর্নীতিতে জড়িয়ে থাকেন, তাহলে তো গৌরী সেনের টাকা লোপাট হবেই।

কাজেই টাস্কফোর্স গঠন করে কেবল ভূয়া শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করলেই হবে না, যাদের কর্তব্যে অবহেলা বা দুর্নীতির কারণে এটি এমন বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদেরকেও সাথে সাথে সনাক্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে ভূয়া শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা আমরা ভবিষ্যতে শুনতেই থাকবো।

—মোজহারুল হক (বাবুল)